ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 2 1 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ছাত্র রাজনীতি

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষে ফেনীতে ২ জন নিহত

ফেনী প্রতিনিধি : শহরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে গতকাল দুই ঘন্টাব্যাপী বোমাবাজি ও বন্দুকযুদ্ধে ২ জন নিহত ও অপর ১৫ জন আহত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে স্থানীয়রা আশঙ্কা করছে। এ নিয়ে শহরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, বিকাল ৪টায় শহরের শ. শ. কায়সার সড়কে দুইটি রাজনৈতিক দলের বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমা ও গুলিবিনিময় হয়। পথচারীরা প্রাণরক্ষার্থে দৌড়াতে গিয়ে প্রায় ১৫ জন বোমা ও গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হয়। আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা ওমর ফারুক রুবেল (১৮) ও রিকশাচালক আবদুল আউয়াল নিহত হয়।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ফেনী সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

নিহত রুবেল ফেনী শহর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মোঃ ইলিয়াছ ভুঁঞার ছেলে। সে বাড়ির সকালের নাস্তার জন্য পাউরুটি ও বিস্কুট কিনে ঘরে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে দ্রুত স্থানীয় কসমোপলিটন ক্লিনিকে নেওয়ার পথে ও রিকশাচালককে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যায়।

জেলা ছাত্রলীগ ঐ সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করেছে। জেলা ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদেরকে পাওয়া যায়নি। গুলি ও বোমার আঘাতে অপরাপর আহতরা বিভিন্নস্থানে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। তবে সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা আরো ২/১ জন বাড়তে পারে বলে শহরে ব্যাপক গুজব রয়েছে। এদিকে সংঘর্ষ শুরুর পরপরই শহরের শ. শ. কায়সার রোড, ইসলামপুর রোডসহ ফেনীবাজার এলাকার প্রায় সকল দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ফেনী-মাইজদী রুটের সকল যানবাহন বিকল্প পথে দেওয়ানগঞ্জ হয়ে চলাচল করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শহরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শহরের রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে।